যুগান্তর

তারিখ 02 AUG 2008
পৃ ৩ 2

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে বিশ্বব্যাংক

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে নতুন প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার ঋণ সহায়তা অনুমোদন করেছে। 'মাধ্যমিক শিক্ষার মান এবং ভর্তি বৃদ্ধি প্রকল্প' (এসইকিউএই) নামে এই প্রকল্পের অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পদ্ধতিগত তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর শিয়েন ঝু বলেছেন, প্রকল্পটি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের মান ও একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণের কাছে বিদ্যালয়গুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের জন্য ১৯৯৩ সালে দেশে প্রথম উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্প চালুর পর এ স্তরে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৭ গুণ বেড়েছে।

কিন্তু ছাত্রদের ক্ষেত্রে বিষয়টি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দিনে দিনে ছাত্রদের ড্রপআউটসহ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা কমতে থাকে। এ অবস্থায় সরকার ছাত্রদেরও চলতি বছর থেকে উপবৃত্তি দেয়া শুরু করেছে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রগতি সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েই গেছে। এখনও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার মাত্র ২০ ভাগ। অর্থাৎ এ স্তরে ড্রপআউট প্রায় ৮০ ভাগ। ড্রপআউটদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে সচ্ছল পরিবারের ৭৫ ভাগ যেখানে স্কুলে ভর্তি হয়, সেখানে দরিদ্র পরিবারের সন্তানের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা মাত্র ৩৮ ভাগ।

এ অবস্থায় বিশ্বব্যাংক এসইকিউএই নামে একটি প্রকল্পের জন্য ঋণ মঞ্জুর করল। এ প্রকল্পটি এখন ১২১টি উপজেলায় চালু হবে। এর অধীনে শিক্ষার মান উন্নয়ন, দরিদ্রদের মধ্যে বৃত্তি এবং বালক-বালিকাদের টিউশন খাতে অর্থ সহায়তা দেয়া হবে।

শিক্ষকদের বিবৃতি

এদিকে এক বিবৃতিতে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকরা মাধ্যমিক স্তরের জন্য আলাদা অধিদফতর গঠনের দাবি করেছেন। সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি [illegible] খান ও মহাসচিব [illegible] হোসেন মিয়া বলেন, অধিদফতরে বছরের পর বছর মাধ্যমিক স্তর অবহেলিত হয়ে আসছে। এভাবে চলতে থাকলে মাধ্যমিক স্তর ভেঙে পড়বে।